দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...24 MAY 1998
পৃঃ ৫ কলাম ২

চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স ঃ একটা ভাবনা

মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন

উচ্চ শিক্ষাকে বিশ্বমানের করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চার বছর করা হয়েছে। অবশ্য কলা অনুষদ ব্যতীত অন্যান্য অনুষদে পূর্বের শিক্ষাবর্ষ থেকেই চার বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হয়। ইতিমধ্যে দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহেও চার বছরের স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বা চালু হয়েছে। বিশ্বের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের কম স্নাতক (সম্মান) কোর্স নেই। তাই আমাদের দেশে একই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অন্যসব দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা আর আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। আমাদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনীতি-নির্ভর। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে লেখাপড়ার পরিবর্তে চলে অস্ত্রের মহড়া। রাজনীতির কালো থাবায় পড়ে জাতির প্রাণশক্তি -ছাত্রসমাজ নিঃশেষ হয় এখানে। সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিক্ষকদের দলীয়করণ প্রবণতা, সেশনজট প্রভৃতির কবলে পড়ে চার বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে একজন ছাত্রের প্রায় ছয়-সাত বছর সময় লাগবে যা সহজেই অনুমেয়। তদুপরি, দেশের অধিকাংশ দরিদ্র অভিভাবকের পক্ষে সন্তানদের অতিরিক্ত এই শিক্ষা-ব্যয়ভার বহন করা দুরূহ ব্যাপার হবে। দেশে দিন দিন উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকার যে শিক্ষিত যুবক তার জীবনের কোন মূল্য নেই, সে ছিনতাই করতে চায়, সে সন্ত্রাস করতে চায়। ফলে দেশে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস এক বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করেছে। যে ছাত্র চার বছরের সম্মান কোর্স সম্পূর্ণ করতে ছয়-সাত বছর সময় ব্যয় করবে তার যদি কর্মসংস্থানের একটা সুযোগ সৃষ্টি না হয় তাহলে তার সন্ত্রাসী হবার সম্ভাবনাই বেশি।

রাজনীতির কালো থাবায় পড়ে জাতির প্রাণশক্তি -ছাত্রসমাজ নিঃশেষ হয় এখানে। সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিক্ষকদের দলীয়করণ প্রবণতা, সেশনজট প্রভৃতির কবলে পড়ে চার বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে একজন ছাত্রের প্রায় ছয়-সাত বছর সময় লাগবে যা সহজেই অনুমেয়। তদুপরি, দেশের অধিকাংশ দরিদ্র অভিভাবকের পক্ষে সন্তানদের অতিরিক্ত এই শিক্ষা-ব্যয়ভার বহন করা দুরূহ ব্যাপার হবে। দেশে দিন দিন উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকার যে শিক্ষিত যুবক তার জীবনের কোন মূল্য নেই, সে ছিনতাই করতে চায়, সে সন্ত্রাস করতে চায়। ফলে দেশে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস এক বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করেছে।

চার বছরের সম্মান কোর্স চালু করার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে, যেসব ছাত্র বিদেশে পড়ালেখা করতে যাবে তারা প্রয়োজনে Credit Transfer করতে চাইলে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আমাদের মতো দরিদ্র দেশের কয়জন পিতামাতা তাদের সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাতে পারেন?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হল, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে Academic Calender মানা সম্ভব হয় না। কখন ক্লাশ শুরু হবে বা শেষ হবে, কখন পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে, নির্দিষ্ট সময়ে ফলাফল প্রকাশিত হবে কী না তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। এর প্রধান কারণসমূহ হ'ল রাজনৈতিক অস্থিরতা, সেশনজট বা হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। আর আমাদের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণের মধ্যে Honesty এবং Sincerity'র যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যার ফলে নির্ধারিত সময়ে একজন ছাত্র তার শিক্ষাজীবন কখনোই শেষ করতে পারে না। আরেকটি লক্ষণীয় দিক হ'ল, বিশ্বের উন্নত সব দেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ঐসব দেশে যাঁরা শুধু মাত্র শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হবেন কিংবা যাঁরা গবেষণাধর্মী কার্য চালিয়ে যাবেন তাঁরাই উচ্চতর সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হন। অন্যরা জীবনের লক্ষ্য স্থির করে পেশাগত শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে কর্মজীবনে ঢুকে পড়েন। কিন্তু অর্থনীতিই আমাদের দেশের মূল সমস্যা হলেও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। একটা চাকরি জুটানোই আমাদের শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। সরকারও এক্ষেত্রে কারিগরি ও প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষার উপর জোর না দিয়ে সাধারণ শিক্ষাকে চার-পাঁচ বছরে বর্ধিত করেছেন যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা না রেখে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করবে বলেই মনে হয়। এসব প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি চার বছরের স্নাতক (সম্মান) কোর্স আমাদের তরুণদের সময়, মেধা এবং অর্থেরই অপচয় ঘটাবে। তবে উপরোক্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্যে ছাত্র, শিক্ষক এবং সরকার আন্তরিক হলেই চার বছরের স্নাতক (সম্মান) কোর্স আমরা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে পারব বলে মনে হয়। ❑